বহিঃ বাংলাদেশ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম এর প্রতিবেদন

শিরোনাম: Enhancing of Poultry and Dairy Production, Distribution and Management.

স্থান: West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, Kolkata, India.

তারিখ: ০৬ মে, ২০২২ থেকে ১০ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

অংশগ্রহণকারীগণ:

১) ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

২) ডা. ফারহানা জাহান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

৩) ডা. অলোকেশ কুমার সরকার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

৪) ডা. আ, জ, ম, সালাহ্ উদ্দীন, ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

ভূমিকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৪/২০২২ খ্রি. এর ৩৩.০০.০০০০.১০৯.২৫.০০.২২.১৮০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চার জন কর্মকর্তাকে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য মনোনিত করা হয়। খুব দ্রুততার সাথে পাসপোর্ট এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি প্রস্তুত করার পরও অগ্রীম অর্থ উত্তোলনের জটিলতার কারণে ভ্রমণ শুরু হতে কিছুটা বিলম্ব হয়। পরবর্তীতে টিম লীডার এর যোগ্য নেতৃত্বে একটি সফল নলেজ শেয়ারিং ট্যুর সম্পন্ন হয়।

দিনপঞ্জী:

প্রথমদিন (০৬/০৫/২০২২)
পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী দুপুর ১২:০০ ঘটিকার মধ্যে হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সকলে একত্রিত হয়ে বিমান বন্দরের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। তবে একজন সদস্য (ডা. ফারহানা জাহান) এর কোভিড-১৯ এর টিকার পূর্ণাঙ্গ ডোজ সম্পন্ন না হওয়ার তার যাত্রা বিলম্ব হয় এবং তিনি আরটি-পিসিআর এর নেগেটিভ সনদ প্রদর্শন করে পরবর্তী ফ্লাইটে পরদিন সকালে কলকাতা পৌঁছে দলের সাথে যোগ দেন। প্রথম দিনে স্বাভাবিক ভাবে কলকাতা পৌঁছে বাংলাদেশ দুতাবাসে যোগাযোগ করার জন্য যাওয়া হয় কিন্তু ততক্ষণে দূতাবাসের স্বাভাবিক কার্যক্রম (দাপ্তরিক সময়) শেষ হয়ে যাওয়ায় কোন কর্মকর্তার সাথে দেখা করার সুযোগ হয়নি। উপরন্তু কর্তব্যরত ব্যক্তির দায়সারা আচরণ সকল সদস্যকে মর্মাহত করে। হোটেল রুমে ফেরার পর টিম লীডার পাঁচদিনের বিস্তারিত কর্মসূচি বর্ণনা করেন, এতে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন (০৭/০৫/২০২২)
পরদিন দলের সকল সদস্য পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব অ্যানিমেল এন্ড ফিশারিজ সায়েন্সেস, কলকাতা তে উপস্থিত হন এবং রেজিস্ট্রার মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করেন। রেজিস্ট্রার

মহোদয় জানান যে, উনি এই কর্মসূচীর ব্যাপারে অবগত হলেও যথাযথ প্রক্রিয়ায় দূতাবাস থেকে তাঁর কাছে চিঠি দেয়া হয়নি বিধায় তিনি পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করতে পারবেন না। তদুপরি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখার অনুমতি প্রদান করেন এবং আপ্যায়ন করান। ফলশ্রুতিতে দলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ঘুরে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্মুখ ধারণ লাভ করে।

তৃতীয় দিন (০৮/০৫/২০২২)

ভ্রমনের তৃতীয় দিন উৎপাদন, বিপনন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্মক ধারণ অর্জনের জন্য কলকাতা হতে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত এস আর সি ডেইরী ফার্ম প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি খামার পরিদর্শনে যাওয়া হয়।

নয় একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই খামারটি যাত্রা শুরু করে ২০১৪ সালে। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার আনমান গ্রামে অবস্থিত খামারটির মালিক জনাব শঙ্কর রাথি এবং হর্ষ বিহানি। খামারটির বর্তমান গরুর সংখ্যা ২৭৮ টি যার মধ্যে ১৪৭ টি দুগ্ধবতী গাভী রয়েছে যেগুলো সবই হলস্ট্রেইন ফ্রিজিয়ান সঙ্কর। খামারটিতে কনসেপশন রেট ৪০%, বাছুর মৃত্যুর হার ১% এরও কম, এবং ম্যাস্টাইটিসে আক্রান্তের হারও ১% এর কম। বৃহৎ এই খামারটি পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা কর্মচারি রয়েছেন মাত্র ২০ জন।

খামারের বিশেষত্ব: উন্নত ডিজিটাল টেকনোলজির ব্যবহার খামারের শ্রমিকের ব্যবহারকে হ্রাস করে দিয়েছে। প্রতিটি গরুর গলায় একটি ট্রান্সপন্ডার ঝুলানো আছে যা থেকে প্রতিটি গরুর সারাদিনের কর্মক্ষমতা, দুধ উৎপাদন সহ নানা বিধ তথ্য সার্ভারে জমা হয়। যা বিশ্লেষণ করে সফ্টওয়ার জানিয়ে দেয় যে, কোন কোন গরু হিটে এসেছে এবং কারো কোনো অসুস্থতার সম্ভাবনা আছে কি না। তদুপরি খামার টি অটোমেটিক ফ্লোর স্ক্রাবার যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিদিন দুইবার পরিষ্কার করা হয়, ফ্লোর ম্যাট শুকনো রাখার জন্য ক্যালসাইট পাউডার ব্যবহার করা হয়, দুধ দোহানোর আগে গরুগুলোকে শাওয়ারেরর মধ্য দিয়ে যেতে হয় ফলে সহজেই গোসল হয়ে যায়। তাছাড়া শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য শেডে বৈদ্যুতিক পাখার পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় পানি স্প্রে করার ব্যবস্থা রাখা আছে। গরু গুলো শেডের ভিতরে ছাড়া অবস্থায় পালন করা হয় এবং পানির পাত্র শেডের এক পাশে এবং খাবারের পাত্র অন্য পাশে রাখা হয়েছে যাতে গরু গুলো স্বাভাবিক হাটা চলা করতে পারে।

খাবার হিসেবে সাইলেজ ব্যবহার করা হয় যা কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে আশেপাশের ভূট্টা চাষীদের থেকে সংগ্রহ করে তৈরি করা হয়। ফিড মিক্সিং মেশিনের সাহায্যে প্রতিদিন সাইলেজ, খড়, সরগাম, গমের ভূষি, সুগার বিট, ইউরিয়া, ভিটামিন, মিনারেল, টক্সিন বাইন্ডার, ইস্ট কালচার, সোডিআম বাই কার্বোনেট, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবং ডিসিপি এর মিশ্রনে খাবার তৈরি করা হয় এবং গাড়ির সাহায্যে গরুর ফিডিং সাইটে পৌঁছে দেয়া হয়।

খামারের উৎপাদিত বর্জ্যের দ্বারা বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয় যা থেকে প্রতিদিন ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। বায়োগ্যাসের বর্জ্য থেকে সার তৈরি করা হচ্ছে। দুগ্ধ দোহন করার জন্য আছে মিল্কিং পার্লার যেখানে একসাথে ছয়টি গরুর দুধ দোহন করা হয়। এছাড়া আছে চিলিং মেশিন, পাস্তুরাইজেশন মেশিন, মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন, অটো সিলার মেশিন ও একটি মিনি ল্যাব যাতে দুধের গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়।

খামারটিতে প্রতিদিন গড়ে ২৫০০ লিটার দুধ উৎপাদন হয় যার মধ্যে ৩০০ লিটার দুধ থেকে ঘি উৎপন্ন করা হয়। এখানকার উৎপাদিত দুধ সকল প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত কারন তারা চিকিৎসাধীন গরুর দুধ আলাদা সংগ্রহ করেন যা বোতলজাত করে বিক্রি করা হয় না। দুধের বিক্রয় মূল্য লিটার প্রতি ৭২ রূপী এবং ঘি এর

বিক্রয় মূল্য লিটার প্রতি ১৫০০ রূপী।

খামার মালিকের আন্তরিক নির্দেশনায় ফিডিং ম্যানেজার জনাব সন্তোষ ইয়েডান ওয়েডানডে এবং হার্ড ম্যানেজার মাহেন্দ্র ভার্মা পুরো খামার এবং এর বিভিন্ন কার্যক্রম দলের সদস্যদেরকে ঘুরিয়ে দেখান এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। দলের সদস্যরাও বাংলাদেশে ডেইরী ফার্মিং এবং বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করেন। খামার পরিদর্শনের মাধ্যমে একটি ব্যস্ত দিন অতিবাহিত করে দলটি হোটেলে ফিরে আসে।

চতুর্থ দিন (০৯/০৫/২০২২)
ভারতের ভেটেরিনারি সার্ভিস এবং সম্প্রসারণ কাজ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য নয়া দিল্লীস্থ সরকারি ভেটেরিনারি হাসপাতাল পরিদর্শন করা হয়। সেখানকার কর্তব্যরত কর্মকর্তা ও চিকিৎসকবৃন্দ আন্তরিকতার সাথে হাসপাতালের কার্যক্রম, মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর কার্যক্রম এবং সম্প্রসারণ কাজ সম্পর্কে অবহিত করেন। দলের সদস্যদেরকে পুরো হাসপাতাল ঘুরিয়ে দেখান এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

পঞ্চম দিন (১০/০৫/২০২২)
ভ্রমনের পঞ্চম দিনে দিল্লীর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিমান বন্দর থেকে দলের সদস্যগণ ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং বিমানের ফ্লাইড বিলম্ব, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি অসুবিধার কারণে ১১/০৫/২০২২ সন্ধ্যার পরে হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।

প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক স্থাপনা দর্শন:
নির্ধারিত প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ তৈরি করে নিয়ে দলের সদস্যরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিস্ময় ও ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শণ করেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর কুতুব মিনার ও লাল কেল্লা, কলকাতার সায়েন্স সিটি ও গঙ্গার তীর ইত্যাদি। আবার মুম্বাইতে যাত্রাবিরতি এবং ফ্লাইট বিলম্বের সুযোগে মুম্বাই সমুদ্র সৈকত, হাজী আলীর মাজার, বুট হাউস পার্ক প্রভৃতি পরিদর্শন করা হয়।

উপসংহার:
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এরকম ভ্রমণ কর্মকর্তাদের কাজে আরো গতি নিয়ে আসবে এবং অভিসম্ভাবী ভাবে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতকে আরো এগিয়ে যাবে। সুতরাং এ ধরণের প্রোগ্রাম আরো বেশি সংখ্যক কর্মকর্তাকে নিয়ে আয়োজন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

রফিকুল ইসলাম
১১.০৫.২০২২
(ডা. মো: রফিকুল ইসলাম)
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।